ভোরের কাগজ

তারিখ ... 2-1 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১ ......

২০

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

ফেনীর মহিপালে অবস্থিত সরকারি বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ে অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনা চরম আকার ধারণ করেছে। কোনো রকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে একজন শিক্ষক নিজের ইচ্ছামতো ক্লাস নিচ্ছেন। যার ফলে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। ফেনী সরকারি কলেজের একটি রিকুইজিশনকৃত ত্রিতল বাড়িতে অবস্থিত এই কলেজটি প্রতিবছর পরীক্ষার্থীদের নকলের মাধ্যমে ভালো রেজাল্ট করার সুযোগ দিলেও চলতি বছর প্রায় ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে মাত্র চারজন প্রথম ও ৮২ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। এছাড়া সচিব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এ বছর কেউ প্রথম বিভাগ পায়নি। যার কারণ একজন শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতা। তিনি এখনো বলেন–'গত বছর সচিব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কেউ প্রথম বিভাগ পায়নি, এবারও পাবে না।' তার এই উক্তির কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে, তিনি নাকি অভ্যন্তরীণ নম্বর নিয়মমতো দেন না। কমার্শিয়াল এডুকেশন বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়ের ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বরের পরীক্ষা কলেজে হবে এবং বাকি ৭৫ মার্কের পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত হবে। ঐ শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কোনো রেকর্ড না দেখে ২৫ মার্কের মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ১১ নম্বর দেন। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা করেও ভালো ফলাফল করতে পারছে না। ঐ স্যার বছরে ১২ মাসের মধ্যে ৬ মাসই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এস ইসলাম চৌধুরী
ফেনী সরকারি বাণিজ্যিক কলেজ, মহিপাল, ফেনী।